UNIC Dhaka

জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN

A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা
আমাদের বিশ্বকে পরিবর্তনে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৭ January-February 2017

৩০তম বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা Volume-XXX, No.I & II

এন্তোনিও গুতেরেস: জাতিসংঘের নবম মহাসচিব

জীবন বৃত্তান্ত

এন্তোনিও গুতেরেস ২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি জাতিসংঘের নবম মহাসচিব হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

উদ্বাস্তু শিবিরে এবং যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত অঞ্চলগুলোতে পৃথিবীর সবচেয়ে ঝুঁকিগ্রস্ত মানুষের দুর্ভোগ-দুর্দশা দেখে দেখে মহাসচিব গুতেরেস মানুষের মর্যাদাকে তাঁর কাজের মূলমন্ত্র করতে এবং শান্তি স্থাপনে নিবেদিত, সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট এবং সংস্কার ও নব আবিষ্কারের প্রবর্তক হিসেবে কাজ করতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছেন।

মহাসচিব হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার আগে গুতেরেস ২০০৫ সালের জুন থেকে ২০১৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত জাতিসংঘ উদ্বাস্তু-বিষয়ক হাই কমিশনার হিসেবে কাজ করেন। বিগত দশকগুলোতে সবচেয়ে মর্মবিদারক কয়েকটি বাস্তুচ্যুতি সঙ্কটকালে যেসব প্রধান মানবিক সংস্থা কাজ করেছে তিনি তার একটির নেতৃত্বে ছিলেন। সিরিয়া ও ইরাকে সংঘাত এবং দক্ষিণ সুদান, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র ও ইয়েমেন সঙ্কটে সংঘাত ও হয়রানির কারণে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা ২০০৫ সালের ৩ কোটি ৮০ লাখ থেকে ২০১৫ সালে ৬ কোটি ছাড়িয়ে যাওয়ায় ইউএনএইচসিআর-এর কার্যক্রম বিপুলভাবে বেড়ে যায়।

ইউএনএইচসিআর-এ যোগদানের আগে গুতেরেস সরকারি ও জনসেবামূলক কার্যে ২০ বছরের বেশি সময় ব্যয় করেন। ১৯৯৫ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত তিনি পর্তুগালের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। সে সময়ে পূর্ব তিমুর সঙ্কট সমাধানে তিনি আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় গভীরভাবে জড়িত ছিলেন।

২০০০ সালের গোড়ার দিকে ইউরোপীয় কাউন্সিলের সভাপতি হিসেবে তিনি প্রবৃদ্ধি ও

এন্তোনিও গুতেরেস

কর্ম সংস্থানের জন্য লিসবন এজেন্ডা গ্রহণে নেতৃত্ব দেন এবং প্রথম ইউরোপীয় ইউনিয়ন-আফ্রিকা শীর্ষ সম্মেলনে কোচেয়ারের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত তিনি পর্তুগিজ স্টেট কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। গুতেরেস ১৯৭৬ সালে পর্তুগিজ সংসদে নির্বাচিত হয়ে ১৭ বছর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সে সময়ে তিনি অর্থনীতি, অর্থ ও পরিকল্পনা-বিষয়ক সংসদীয় কমিটি এবং পরে আঞ্চলিক প্রশাসন, পৌরসভা ও পরিবেশ-বিষয়ক কমিটির সভাপতি ছিলেন। তিনি তাঁর দলের সংসদীয় গ্রুপেরও নেতা ছিলেন।

গুতেরেস ১৯৮১ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত ইউরোপীয় কাউন্সিলের সংসদীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন। সে সময়ে তিনি জনতত্ত্ব, অভিবাসন ও উদ্বাস্তু-বিষয়ক কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

গুতেরেস বহু বছর সমাজবাদী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোর বিশ্বব্যাপী সংগঠন সোশ্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনালে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত তিনি এই গ্রুপের সহ-সভাপতি, আফ্রিকান কমিটি এবং পরে উন্নয়ন কমিটির কোচেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৯ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত তিনি ঐ দুই কমিটির সভাপতি ছিলেন। এছাড়া তিনি পর্তুগিজ উদ্বাস্তু পরিষদ ও পর্তুগিজ ভোক্তা সমিতি ডেকো প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৭০'র দশকের গোড়ার দিকে লিসবনের পার্শ্ববর্তী দরিদ্র এলাকায় সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনায় নিয়োজিত সেন্ট্রো ডি অ্যাকাও সোশ্যাল ইউনিভার্সিটারিও নামক সমিতির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

গুতেরেস বিশ্বের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীদের গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব-জোট ক্লাব অফ মাদ্রিদের সদস্য ছিলেন।

গুতেরেস ১৯৪৯ সালে লিসবনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইন্সটিটিউটো সুপিরিয়র টেকনিকো থেকে প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি পর্তুগিজ, ইংরেজি, ফরাসি ও স্পেনীয় ভাষায় পারদর্শী। তিনি লিসবনের ডেপুটি মেয়র ক্যাতারিন ডি আলমেইদা ভাজ পিনটোকে বিয়ে করেছেন এবং তাঁর দু'সন্তান, একজন সৎপুত্র ও তিন নাতি-নাতনি রয়েছে।

আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচিত হলো বিশ্ব অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সার্ভে ২০১৬

ঢাকা ৫ জানুয়ারি ২০১৭

জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারী অফিস বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র জাতিসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্ব অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সার্ভে ২০১৬ প্রকাশনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বিশ্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিক সার্ভে-২০১৬ প্রকাশনা অনুষ্ঠান

'জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সক্ষমতা : বৈষম্য হ্রাস করার একটি সম্ভাবনা' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের অর্থনৈতিক বিষয়ক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ড. এস নজরুল ইসলাম রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সক্ষমতার সুনির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করতে গিয়ে এই সার্ভেটি জলবায়ু পরিবর্তনের দ্বারা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ এবং সম্প্রদায়ের উপর আলোকপাত করে। পরিবর্তনশীল নীতির অনুপস্থিতিতে, যা ক্রমাগতভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত উন্নয়নের মাত্রা চিহ্নিতকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সক্ষমতার কাঠামোর অবাস্তবতা এবং দরিদ্রতা ও অসমতা আরও গুরুতরভাবে বৃদ্ধি পাবে, এই বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে।

ড. ইসলাম এবং অংশগ্রহণকারীরা একটি মুক্ত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মাহমুদ হাসান প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন এবং ইউএনডিপির ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর কিওকো ইওকোসুকা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, গণমাধ্যমসমূহ, এনজিও প্রতিনিধি, নারী কর্মী, তরুণ নেতা এবং সুশীল সমাজ প্রকাশনা অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ করেন। ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

মা ও নবজাতক মৃত্যু হ্রাসে জাতিসংঘ সহযোগিতা নেটওয়ার্কে নয়টি দেশের যোগদান

বাংলাদেশ, কোটে ডি আইভয়ের, ইথিওপিয়া, ঘানা, ভারত, মালাবি, নাইজেরিয়া, তাঞ্জানিয়া ও উগান্ডা এই নয়টি দেশে জাতিসংঘ সংস্থাগুলোর সহায়তায় একটি স্বাস্থ্য নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে। এসব দেশের সরকার ২০২২ সাল নাগাদ স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে মা ও নবজাতকের মৃত্যু অর্ধেকে নামিয়ে আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন।

মা, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নে এই নতুন নেটওয়ার্ক দেশগুলোকে তাদের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মা ও শিশুর চিকিৎসা সেবার মানোন্নয়নে সহায়তা দেবে এবং রোগীর অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয়েছে। জাতিসংঘ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লুএইচও) মা, নবজাতক, শিশু ও কিশোর স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিচালক ড. অ্যান্তনি কস্তেলো বলেছেন, 'প্রতিটি মা ও শিশু যখন তাদের সমাজের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যায় তখন তারা সর্বোচ্চ মানের সেবা পাওয়ার দাবি রাখে।' ডব্লুউএইচও, জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) এবং সহযোগীদের সহায়তায় এই সেবা মান নেটওয়ার্ক স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের একটি সম্প্রদায় গড়ে তোলার জন্য একটি অনলাইনভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করবে যা সেবার মানোন্নয়নে একটি কৌশল উদ্ভাবন, ধারণা নিয়ে চিন্তাভাবনা এবং তথ্য ও অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করবে।

নেটওয়ার্ক স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা ও মানোন্নয়নে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মা ও নবজাতকের সেবার মানোন্নয়নে জাতিসংঘ সংস্থার আটটি নতুন স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার করবে। উদাহরণ হিসেবে, এগুলোর মধ্যে রয়েছে উপযুক্ত ও উদ্বুদ্ধ স্বাস্থ্য পেশাজীবী থাকা, পরিষ্কার পানি ও সরঞ্জাম প্রাপ্তির সুবিধা রাখা, এবং রোগীর একান্ততা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করা।

ঢাকায় মা ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে চিকিৎসা গ্রহণে সামর্থ্যহীন একজন মা ও তাঁর নবজাত সন্তান

ড. কস্তেলো বলেছেন, 'বিগত দশকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রসব হার বেড়েছে। নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রাগুলো সামনে রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে মা, নবজাতক ও শিশুর রোধযোগ্য মৃত্যুর অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে সেবা গ্রহণের থেকে সেবার মানোন্নয়নের দিকে মনোযোগ প্রদান করেছে। প্রতি বছর বিশ্বে তিন লাখ তিন হাজারের মতো মা গর্ভ ও সন্তান প্রসবকালে এবং ২৭ লাখের মতো শিশু জন্মের প্রথম মাসে মারা যায়।

দুটি প্রতিষ্ঠানকে ইউনেস্কো বাদশা হামাদ বিন ঈসা আল-খলিফা পুরস্কার ২০১৬ প্রদান

অসুবিধাগ্রস্ত শ্রেণির কল্যাণে শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইসিটি) নবপ্রবর্তনগুলো ব্যবহারের স্বীকৃতি হিসেবে দুটি বিশিষ্ট প্রকল্পকে ২০১৬ সালের ইউনেস্কো বাদশা হামাদ বিন ঈসা আল-খলিফা পুরস্কার প্রদান করা হয়। বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে পরিচালিত অন লাইন স্কুল প্রকল্পের জন্য জাগো ফাউন্ডেশন, এবং উচ্চশিক্ষায় আইসিটির শক্তি কাজে লাগানো প্রকল্পের জন্য বাস্তুহারাদের সেবায় নিয়োজিত জার্মান ও এনজিও কিরণ এই দুটি প্রতিষ্ঠানকে ২১ ফেব্রুয়ারি এ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সুবিধাবঞ্চিতদের তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ

বাহরাইনের বাদশা হামাদ বিন ঈসা আল-খলিফার পৃষ্ঠপোষকতায় ইউনেস্কো সদর দপ্তরে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ইউনেস্কো মহাপরিচালক আইরিনা বোকোভা প্রত্যেক বিজয়ীকে একটি পুরস্কার সনদ এবং ২৫ হাজার মার্কিন ডলার প্রদান করেন। এই অ্যাওয়ার্ডটির এ বছরের প্রতিপাদ্যে অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর গুণগতমান সম্পন্ন শিক্ষা ও জীবনব্যাপী জ্ঞান অর্জনে ন্যায়সঙ্গত ও সহজ অন্তর্ভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে বড় বাধাগুলোর প্রতি সাড়াপ্রদানের জরুরি প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

হাইতিতে জাতিসংঘ স্থিতিশীলকরণ মিশনে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর মহিলা কমান্ডার শামীমা পারভীন

বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী, ব্যানএফপিইউ-২-এর অধিনায়ক শামীমা পারভীন হাইতিতে জাতিসংঘ স্থিতিশীলকরণ মিশনে কমান্ডার হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। ৮৩ জন মহিলা ও ৫৩ জন পুরুষের সমন্বয়ে গঠিত জাতিসংঘের এটাই একমাত্র পুলিশ ইউনিট যার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নারী।

শামীমা স্বীকার করেন, 'মহিলা পুলিশদের নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়, যার মধ্যে রয়েছে চলমান সঙ্কটের সমাধান, বিক্ষুব্ধ ও উস্কানিদাতা পুরুষদের সামলানো। মহিলাদের কখনো হীনতা বোধ করা চলবে না, বরং সৃজনশীল ও নতুন নতুন প্রবর্তনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে হবে।

তিনি বলেন, 'পরিবেশের মধ্যে আস্থা ও সাহসিকতার নিশ্চয়তা দেয়া আমার জন্য একটা চ্যালেঞ্জ। মিশনের শুরুতে পরিবেশগত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে মেয়েদের জন্য কষ্ট হয়।' অন্যের সঙ্গে

শামীমা পারভীন

নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেয়া তাঁর জন্য একটা চ্যালেঞ্জ এবং তাদের অনেকের মতো তিনিও একজন মা আর একজন স্ত্রী।

তিনি আরও বলেন, 'একজন নারীর জন্য মিশনের এক একটি দিন সত্যিই কঠিন।' অধিনায়ক পারভীন বলেন, 'তবু, দিনে দিনে একজন পুলিশ অফিসার হিসেবে বিকশিত হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে এটা একটা বড় সুযোগ।'

ব্যানএফপিউ-২ ২০১৭ সালের মে মাসে জাতিসংঘ পদক পাবে এবং এরপর সগৌরবে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করবে। তিনি বলেন,' বিশ্বে যেসব নারী ও শিশু দুর্ভোগ সইছে তাদের রক্ষা করার জন্য আমার আবেগ ও দক্ষতাকে কাজে লাগাতে আমি জাতিসংঘ পুলিশে যোগ দিয়েছি। জাতিসংঘের মূল্যবোধ ও আদর্শ অনুযায়ী তাদের দুর্ভোগ লাঘবে আমার প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের আমি পরিত্রাণের পথ দেখাতে চাই।'

পরিসংখ্যান, অপরাধ বিজ্ঞান ও ফৌজদারী বিচারে মাস্টার্স এবং জাপান-শাস্ত্রে মাস্টার্স ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী শামীমা ২০০৬ সালে বাংলাদেশ পুলিশে যোগ দিয়েছেন।

জাতিসংঘ স্থিতিশীলকরণ মিশন ডিআর কঙ্গোতে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী বাহিনী

ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকান কঙ্গোতে জাতিসংঘ স্থিতিশীলকরণ মিশন (MONUSCO)-এ বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী বাহিনী, বিশেষজ্ঞ ও সামরিক বাহিনী দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে। এরা দেশটিতে শান্তি স্থিতিশীলকরণের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক কমান্ডার কঙ্গোর মোডজিপেলায় অবস্থিত স্থানীয় সেন্ট কিজিতো অনাথ আশ্রমের শিশুদের জন্য খাদ্যের প্যাকেট প্রদান করেন। অনাথ আশ্রমের ইনচার্য খাদ্যের প্যাকেট গ্রহণ করেন। এ সময় অনাথ আশ্রমের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বাংলাদেশ ব্যাটালিয়নের অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ ব্যাটালিয়ন অনাথ আশ্রমের শিশুদের জন্য খাদ্যের প্যাকেট প্রদান করেন

বাংলাদেশে জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারীর প্রবন্ধ প্রকাশ

বাংলাদেশের বহুল প্রচারিত ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা ডেইলি স্টার-এ ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ বাংলাদেশে জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারী রবার্ট ওয়াটকিনস্-এর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির শিরোনাম হলো 'একটি দুর্যোগ মোকাবিলা সক্ষম সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা'। তিনি তাঁর প্রবন্ধে বলেন, বাংলাদেশে বিভিন্ন উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এক নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে, যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম। কিন্তু এ সম্ভাবনার অন্তরায়গুলোর মধ্যে তিনি প্রাকৃতিক দুর্যোগ অন্যতম, সেটি তুলে ধরেন। তিনি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যার টেকসই মোকাবিলা সক্ষমের প্রচেষ্টাকে অনুসরণ করার কথা বলেন এবং এ বিষয়ে, সরকারী বা বেসরকারীখাত এবং সর্বস্তরের জনসাধারণের অগ্রণী ভূমিকার কথা বলেন।

বিস্তারিত জানতে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ডেইলি স্টার পত্রিকা দেখুন।

বন্যা

সাইক্লোন

রবার্ট ডি ওয়াটকিনস

রোহিঙ্গা বিষয়ে বাংলাদেশে জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারীর সাক্ষাৎকার

৯ ফেব্রুয়ারি বেসরকারী টেলিভিশন 'চ্যানেল-২৪' ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সহায়তায় বাংলাদেশে জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারী রবার্ট ওয়াটকিনস্রের একটি সাক্ষাৎকার সম্প্রচার করে। সাক্ষাৎকারের বিষয়বস্তু ছিল রোহিঙ্গা সঙ্কট। তিনি রোহিঙ্গা সমস্যার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং এতে জাতিসংঘের অবস্থান বা ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ উদযাপন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ উপলক্ষে গত ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র এবং ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয় (ডিআইইউ) যৌথভাবে বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তনে একটি সেমিনার, মঞ্চ নাটক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। স্থানীয়ভাবে এই অনুষ্ঠানের মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'চেতনায় একুশ'। আলোচনা পর্বে অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক এএমএম হামিদুর রহমান, ডিন, মানবিক এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, ডিআইইউ, সৈয়দ মিজানুর রহমান রাজু, পরিচালক স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্স, এবং ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। অধ্যাপক হামিদ তার বক্তব্যে বলেন যে, পৃথিবীতে অনেক ভাষা রয়েছে, সঠিক পরিচর্যা ও যথাযথ ব্যবহারের অভাবে অনেক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। মাতৃভাষাকে সংরক্ষণ এবং সদ্ব্যবহারের ওপর আমাদের গুরুত্বারোপ করা উচিত। ভাষা একটি খুবই শক্তিশালী মাধ্যম যা আমাদের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে প্রসারিত করে। আলোচনা শেষে একটি নাটক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত 'টকশো'তে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ বেতার নিজস্ব স্টুডিওতে গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘ শান্তি মিশনে যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে তা বিশদভাবে তুলে ধরেন এবং শান্তিরক্ষীরা তাঁদের নিয়মিত কাজের বাইরেও স্থানীয় বিভিন্ন পুর্নগঠন ও সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করে চলেছেন। শান্তিরক্ষী হিসেবে তারা জাতিসংঘের যে ম্যান্ডেট আছে তা পরিপূর্ণভাবে পালন করছেন।

সিলেটে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র আয়োজিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)-বিষয়ক সেমিনার

ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র এবং সিলেট জেলায় অবস্থিত শহীদ ক্যাডেট একাডেমি যৌথভাবে ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)-বিষয়ক একটি সেমিনারের আয়োজন করে একাডেমি ভবনে। শহীদ ক্যাডেট একাডেমির অধ্যক্ষ সেমিনারের উদ্বোধন করেন এবং ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কিত মূল বক্তব্য প্রদান করেন। আলোচনা চলাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীরা প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে বাংলায় প্রকাশিত এসডিজির পোস্টকার্ড বিতরণ করা হয়।

শহীদ ক্যাডেট একাডেমির ছাত্র-ছাত্রীরা প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেয়

সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগ ও জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র আয়োজিত এসডিজি-বিষয়ক সেমিনার

সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র যৌথভাবে বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তনে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বিষয়ক একটি সেমিনার ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে আয়োজন করে। সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ড. দিলারা রহমান প্রধান অতিথি এবং ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়া পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগের অন্যান্য শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, ও তথ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত শিক্ষার্থীদের মাঝে বাংলায় প্রকাশিত এসডিজির পোস্টকার্ড এবং মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের কপি বিতরণ করা হয়।

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র আয়োজিত এসডিজি-বিষয়ক সেমিনার

প্লুরাল প্লাস (PLURAL+): যুব চলচ্চিত্র উৎসব

PLURAL+ হলো যুবদের চলচ্চিত্র উৎসব, যার মূল বিষয়গুলো হলো অভিবাসন, বৈচিত্র্য এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি। এটি আয়োজন করেছে জাতিসংঘ সংস্কৃতি জোট এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা। সহযোগিতায় আছে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক অংশীদার যারা যুবদের সৃজনশীল উদ্যোগ এবং তাদের তৈরি ভিডিও বিশ্বব্যাপী বিতরণ করে।

PLURAL+-এর লক্ষ্য হলো বিভিন্ন সংস্কৃতির তরুণদের মধ্যে কথোপকথন ও মতবিনিময়ে সমর্থন করা এবং এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যকে সম্মান করা।

২০০৯ সাল থেকে সারা পৃথিবীর ১২০টি দেশ থেকে ৯০০ সংক্ষিপ্ত চলচ্চিত্র গ্রহণ করা হয়েছে। ভিডিও জমা প্রদানের জন্য তরুণ বয়সকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে যেমন, ৮-১২ বছর, ১৩-১৭ বছর এবং ১৮-২৫ বছর। গত বছর প্লুরাল প্লাসে ৩০০ শত ভিডিও জমা পড়েছিল, তন্মোধ্যে ২৭টি পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল। পুরস্কার হিসেবে তাদের ১০০০ ইউএস ডলার সেই সাথে নিউইয়র্ক শহরে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যাতায়াত ও বাসস্থানের ব্যয়ভার প্রদান করা হয়।

PLURAL+ ২০১৭ সালের যুব চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য প্রকৃত এবং সৃজনশীল চলচ্চিত্র জমা প্রদানের আহ্বান করা হয়েছে, যা এর মূল বিষয় 'অভিবাসন, বৈচিত্র্যতা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি' এর ওপর নির্মিত হতে হবে। বিশ্বের সকল তরুণদের আগামী ৪ জুন ২০১৭-এর মধ্যে তাদের চলচ্চিত্র জমা প্রদানের আহ্বান জানানো হয়েছে। PLURAL+-এর ওয়েবসাইটে অনলাইনের মাধ্যমে চলচ্চিত্র জমা দিতে হবে এবং এ সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী সেখানে দেয়া আছে।

PLURAL+ ওয়েবসাইটের ঠিকানা হলো :
https://pluralplus.unaoc.org/

২০১৬ সালের পুরস্কারপ্রাপ্তরা

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : এম. মনিরুজ্জামান, ফোন : ৯১৮ ৩০৮৬, ফ্যাক্স : ৯১৮৩১০৬ ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor: M. Moniruzzaman, Phone: 9183086 Fax: 9183106 e-mail: info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org